বন্যা মোকাবেলায় জনসাধারণের করণীয়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বন্যা মোকাবেলায় জনসাধারণের করণীয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো

ভূমিকা

নদীমাতৃক বাংলাদেশ। পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনাসহ ছোট-বড় অসংখ্য নদনদী এদেশকে ঘিরে রেখেছে। এসব নদনদী তাদের অকৃপণ দানে এদেশের মাটি ও মানুষকে যেমন করেছে সমৃদ্ধ, তেমনি প্রকৃতির নিয়মে মাঝে মাঝে এরা মেতে ওঠে মরণ খেলায়। প্রলয়ঙ্করী বন্যায় ধ্বংস করে দেয় লোকালয়, বিনষ্ট করে সম্পদ, অসংখ্য মানুষকে টেনে নিয়ে যায় অবর্ণনীয় দুর্দশার দ্বারপ্রান্তে।

বন্যা আমাদের দেশে প্রতি বৎসরই কোন না কোন অঞ্চলে হয়ে থাকে এবং এর ফলে সম্পদ ও শস্যহানি হয় ব্যাপক। ১৯৮৮ সালে এদেশে সংঘটিত হয়েছে স্মরণকালের ভয়াবহতম বন্যা। এছাড়া ১৯৮৭, ১৯৮৪, ১৯৮০, ১৯৭৭, ১৯৭৪ সালগুলিতেও বেশ বড় ধরণের বন্যা হয়েছিল।

আমাদের দেশের বেশীর ভাগ অংশই বন্যাপ্রবণ। তাই বন্যার সঙ্গেই আমাদের বসবাস করতে হবে। বন্যা প্রতিরোধ সম্ভব নয়, তবে কিছু অতি সহজ উপায় ও কৌশল অবলম্বন করে বন্যাজনিত জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা যায়। এ ধরণের উপায় ও কৌশলসমূহই এ পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এ পুস্তিকায় বর্ণিত উপায় ও কৌশলসমূহ অনুসরণের মাধ্যমে জনগণ বন্যার কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে সক্ষম হলে আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে।

(আকরামুল ইসলাম)
মহা-পরিচালক,
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো।

বাঁধের ভিতরে যথাসম্ভব উঁচু
জায়গায় বাড়ী নির্মাণ করুন ।

বন্যা মোকাবেলায় জনসাধারণের করণীয়

বন্যাপূর্ব প্রস্তুতি

আপনি বন্যাপ্রবণ এলাকায় বাস করলে প্রতি বছর বন্যার মৌসুম আসার পূর্বে সম্ভাব্য বন্যা মোকাবেলায় নিম্নলিখিত প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করুন।

- উঁচু জায়গায় বাড়ী নির্মাণ করুন।
- নদীর তীরবর্তী এলাকায় বেড়ী বাঁধের বাইরে বাড়ী নির্মাণ করবেন না। সব সময় বাঁধের ভিতরে বাড়ী নির্মাণ করুন।
- নতুন জেগে উঠা চরে বসতবাড়ী নির্মাণ করবেন না, বন্যা হলে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

বাড়ীর চারপাশে বেশী করে
নানা রকম গাছ লাগান।

- আপনার ভিটেবাড়ী নিচু হলে মাটি দিয়ে তা আরও উঁচু করুন, যাতে বন্যার পানি ভিটায় বা ঘরে উঠতে না পারে।
- আপনার ঘরের মেঝে স্বাভাবিক উচ্চতার চেয়ে বেশী উঁচু করে নির্মাণ করুন, যাতে বন্যার পানি ঘরে না উঠে।
- গাছপালা আমাদের ফল দেয়, কাঠ দেয়, পরিবেশ দুষণ রোধ করে এবং বন্যাজনিত মাটির ক্ষয়রোধ করে। আপনার বাড়ীর আশে পাশে কলাগাছসহ অন্যান্য গাছপালা বেশী করে লাগান, যাতে বন্যার পানির তোড়ে আপনার ভিটে বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।
- আপনার ঘরগুলি স্বাভাবিক উচ্চতার চেয়ে বেশী উঁচু করে প্রস্তুত করুন, যাতে প্রয়োজনে ঘরের মধ্যে মাচান বেঁধে কিছু দিন বসবাস করা যায়।
- বন্যাপ্রবণ এলাকায় ঘরের চারপাশ মাটি দিয়ে নির্মাণ না করে সম্ভব হলে ইট-সিমেন্ট দিয়ে পাকা করুন যাতে ঘরের ভিত ভেঙ্গে না পড়ে।

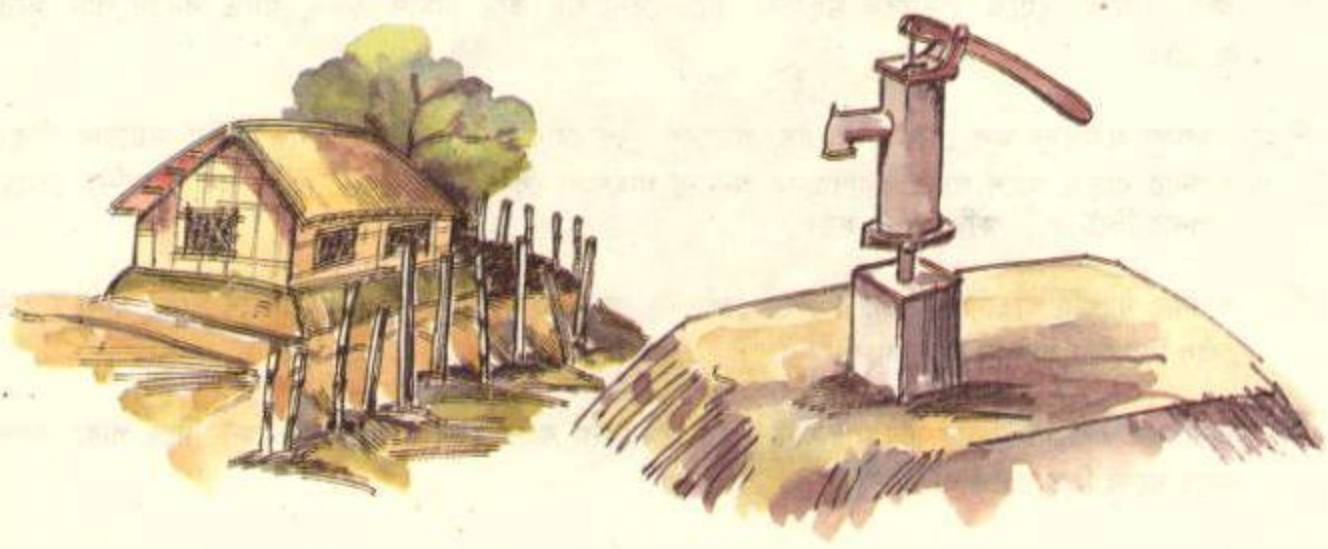

ঘরের চারপাশে ঘন ঘন বাঁশ অথবা শক্ত কাঠের খুঁটি পুঁতে ঘের দিয়ে রাখুন।

টিউবওয়েল উচু স্থানে স্থাপন করুন বা প্রয়োজনবোধে তা উচু করার ব্যবস্থা রাখুন ।

- ঘরের চারপাশ পাকা করা সম্ভব না হলে মাটি দিয়ে প্রস্তুত করে ঘন ঘন বাঁশ অথবা শক্ত কাঠের ঘের দিয়ে রাখুন। এ ব্যবস্থা ঘরের চারপাশ ভেঙ্গে পড়া রোধ করতে পারে।

- বন্যাপ্রবণ এলাকায় শক্ত কাঠের খুঁটি দিয়ে ঘর নির্মাণ করুন, যাতে বন্যার পানিতে খুঁটির গোড়া পঁচে না যেতে পারে।

- গড়ে ও বাতা দিয়ে ঘর নির্মাণ করুন। গড়েগুলি ইট–সিমেন্ট দিয়ে পাকা করুন অথবা শক্ত কাঠ দিয়ে নির্মাণ করুন যাতে সেগুলো পানিতে পঁচে না যায়।

- বাঁশের অথবা নরম কাঠের খুঁটি দিয়ে ঘর নির্মাণ করা হলে মেঝের উপর খুঁটিগুলি শক্ত বাতা দিয়ে যুক্ত করুন। তাহলে খুঁটির গোড়াগুলি পঁচে গেলেও সহজে ঘর পড়ে যাবে না।

- আপনার টিউবওয়েল উঁচু স্থানে স্থাপন করুন, যাতে বন্যার পানিতে ডুবে না যায়, বা বন্যার সময় টিউবওয়েল উঁচু করার ব্যবস্থা রাখুন।

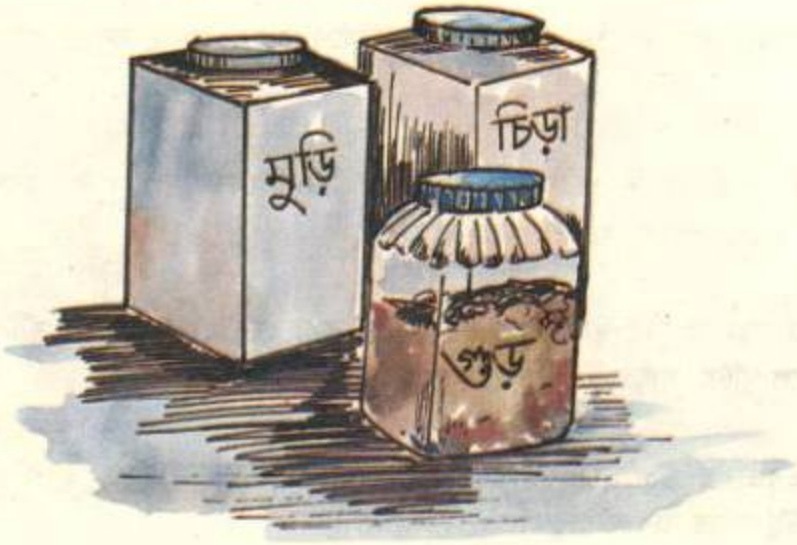

বন্যা মৌসুমে বাড়ীতে সর্বদা কিছু
চিড়া, মুড়ি, গুড় মজুদ রাখুন।

- আপনার বাড়ীতে বন্যার পানি উঠ্‌লে আপনি কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করবেন বা মালপত্র স্থানান্তর করবেন তা পূর্বেই ঠিক করে রাখুন।

- গবাদিপশু মূল্যবান সম্পদ, এদের রক্ষা করার জন্য কি করবেন, বন্যার মৌসুম আসার আগে তা ঠিক করে রাখুন।

- বন্যা হওয়ার সম্ভাব্য মাসগুলিতে হাঁস-মুরগীর সংখ্যা কম রাখুন। অতিরিক্ত হাঁস-মুরগী বিক্রি করে টাকা ব্যাংকে জমা রাখুন এবং বন্যা মৌসুম শেষ হলে পুনরায় হাঁস-মুরগী পালন শুরু করুন।

- বন্যার মাসগুলিতে ঘরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্যশস্য না রাখাই শ্রেয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্যশস্য বিক্রি করে টাকা পয়সা ব্যাংকে জমা রাখুন।

মহিলাদের খাওয়ার স্যালাইন
প্রস্তুত শিক্ষা দিন।

- বন্যার মাসগুলিতে বাড়ীতে মুড়ি, চিড়া, গুড় ইত্যাদি শুকনা খাবার কিছু পরিমাণে মজুদ রাখুন।

- বন্যার পূর্বে কেরোসিন অথবা স্থানান্তর করা যায় এমন মাটির চুল্লী প্রস্তুত রাখুন।

- বন্যার সময় শুকনো কাঠ/খড়ির অভাব দেখা দেয়। বন্যার সম্ভাব্য মাসগুলিতে কিছু শুকনো কাঠ মজুদ রাখুন।

- মেয়েদেরকে খাওয়ার স্যালাইন (ও,আর,এস) প্রস্তুত শিক্ষা দিন এবং ঘরে সবসময় কিছু খাওয়ার স্যালাইন মজুদ রাখুন, অথবা স্যালাইন ঘরে প্রস্তুত করার জন্য উপকরণ (আঁখের গুড়, লবণ) মজুদ রাখুন। তিন আঙ্গুলের এক চিমটি লবণ এবং এক মুঠ আখের গুড় আধাসের বিশুদ্ধ পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে সহজেই খাবার স্যালাইন প্রস্তুত করা যায়।

আপনার ছেলে—মেয়ে সবাইকে
সাঁতার শিক্ষা দিন।

- বন্যার সময় পানি ব্যবহারোপযোগী করার জন্য ফিটকিরি/পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ি সংগ্রহ করুন।

- ছেলে-মেয়ে সবাইকে সাঁতার শিখান।

- নৌকা থাকলে ব্যবহারযোগ্য করে রাখুন।

- বন্যার সময় সাপের প্রাদুর্ভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কার্বলিক এসিড সংগ্রহ করে ছোট ছেলে-মেয়েদের নাগালের বাইরে নিরাপদ স্থানে রাখুন।

- আপনার এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি/স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ করুন।

বাড়ীর কাছাকাছি কোন উঁচু স্থানে/বাঁধে/
আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিন।

বন্যাকালীন করণীয়

বন্যার সময় আপনি নিম্নলিখিত পরামর্শগুলি মনে রাখুন এবং অনুসরণের চেষ্টা করুন ঃ

- বন্যার সময় ঠান্ডা মাথায় চিন্তাভাবনা করে প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।
- বন্যায় যদি বাড়ীঘর ডুবে যায়, নিকটস্থ কোন উঁচুস্থানে/বাঁধে/ আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করুন।
- নিজ বসতবাড়ীতে অবস্থান সম্ভব না হলে, বাড়ীর কাছাকাছি কোথাও অবস্থান করুন। প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ঘরের চালের নিচে পাটাতনে রাখার ব্যবস্থা করুন।
- কোন মতেই দালাল/টাউটদের পরামর্শ শুনে নিজ গ্রাম ছেড়ে পরিবার-পরিজনসহ শহরে যাবেন না। নিজ গ্রামে থাকা কোন মতেই সম্ভব না হলে, পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে, যা বন্যা কবলিত নয়, আশ্রয় গ্রহণ করুন বা সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থাপিত আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করুন।

বন্যার সময় বিভিন্ন রোগ প্রতিষেধক টিকা/ইনজেকশন নিন।

টিউবওয়েলের পানি পান করুন অথবা পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট/ফিটকিরির সাহায্যে বিশুদ্ধ করে ব্যবহার করুন।

- আপনার গরু-বাছুর, বন্যাকবলিত নয় এমন গ্রামে আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিন। কোনমতেই রক্ষা করা সম্ভব না হলে বিক্রয় করে টাকা ব্যাংকে গচ্ছিত রাখুন, যাতে বন্যার পরই চাষ-আবাদের জন্য গরু কিনতে পারেন।
- যাতায়াতের জন্য নৌকা না থাকলে কলা গাছের ভেলা প্রস্তুত করুন।
- টিউবওয়েলের পানি পান করুন। টিউবওয়েলের পানি পাওয়া না গেলে পানি ফুটিয়ে পান করুন অথবা পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট/ ফিটকিরি ব্যবহার করুন।
- বন্যার সময় বিভিন্ন রোগ দেখা দিতে পারে। এগুলির প্রতিষেধক টিকা/ইনজেকশন গ্রহণ করুন।
- আপনার এলাকায় কার্যরত মেডিকেল টিমের অবস্থান সম্বন্ধে জেনে নিন এবং প্রয়োজনে তাদের সাহায্য নিন।

কাছাকাছি স্থানে কাজের সন্ধান করুন।

- আপনার ঘরে রক্ষিত কার্বলিক এসিডের বোতলের ছিপি খুলে রাখুন। এতে সাপ আপনার ঘরে ঢুকবে না।

- ছোট ছোট বাচ্চাদের (যারা সাঁতার জানে না) প্রতি সব সময় খেয়াল রাখবেন।

- কাজের অভাব দেখা দিলে যে অঞ্চলে কাজ পাওয়া যায়, সেদিকে কাজের সন্ধান করুন।

- অভাব দেখা দিলে জমিজমা বিক্রি না করে আত্মীয় স্বজন বা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করুন। কোন ক্রমেই মহাজনদের দ্বারস্থ হবেন না।

মহাজনের কাছ থেকে ঋণ
নেয়া হতে বিরত থাকুন।

- সরকারী ও বেসরকারী ত্রাণ বন্টনকারীদের প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করুন।

- ত্রাণসামগ্রী যা পাওয়া যায়, তা দিয়ে অভাব মিটানোর চেষ্টা করুন।

- বন্যার পরই বন্যাকবলিত জমিতে কি ফসল ফলানো যায়, তার চিন্তাভাবনা করুন বা এ বিষয়ে কৃষি-কর্মীদের সাথে আলোচনা করুন।

- বন্যাকবলিত এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে যোগাযোগ করতঃ প্রতিটি বন্যাকবলিত গ্রামের নিরাপত্তা রক্ষার্থে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করুন এবং সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন।

স্বল্প সময়ে উৎপাদনযোগ্য উচ্চ
ফলনশীল ফসলের চাষ করুন।

বন্যাপরবর্তী সময়ে করণীয়

বন্যাপরবর্তী সময়ে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণে সচেষ্ট থাকুন ঃ

- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে নিজ ভিটা বাড়ীতে ফিরে যান, ঘরবাড়ী বসবাসযোগ্য করুন এবং বাড়ীতে নানা ধরনের শাকসবজী চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করুন।
- নিজ জমি চাষাবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করুন। কৃষি কর্মীদের সাথে আলোচনাক্রমে স্বল্প সময়ে উৎপাদনযোগ্য ফসলের চাষ করুন।
- এককভাবে ঋণের চেষ্টা না করে যৌথভাবে ঋণ গ্রহণের প্রচেষ্টা চালালে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে।
- বন্যার পর পরই নানা রকম রোগ (টাইফয়েড, ডাইরিয়া, আমাশায় ইত্যাদি) দেখা দিতে পারে। তাই রোগ প্রতিষেধক টিকা/ইনজেকশন নিন।

ঘরবাড়ী পুনঃনির্মাণের জন্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করুন ।

- সবসময় টিউবওয়েলের পানি পান করুন অথবা বন্যার পানি ফুটিয়ে বা পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট/ফিটকিরি দিয়ে শোধণ করে পান করুন ।

- ঘরবাড়ী পুনঃনির্মাণে সাহায্যের জন্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করুন।

- ঘরবাড়ী পুনঃ নির্মাণের জন্য কোন সরকারী সাহায্য (টিন) পাওয়া যাবে কি না সে সম্বন্ধে ইউ, পি, চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রাখুন। এ ব্যাপারে যৌথভাবে প্রচেষ্টা চালালে ভাল হবে।

বাঃসঃমুঃ-৯৫/৯৬-২২২৩কম-২৫,০০০ কপি—১৯৯৫।